হাদিসী বাহার

বা

নাঈমী উপহার

লেখক ঃ

মুফতী মোহাম্মাদ আশরাফ রাজা নাঈমী

Pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃঃ প্রকাশক ঃঃ

নিউ

কালিমীয়া বুক ডিপো

পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)

কালিয়াচক, মালদহ।

Mob : 9733330555

Mob : 9733417841, Email - kalimiabookdepot@gmail.com

!! আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলি !!

১। ইসলামী যিন্দেগী - (বাংলা) মুফতী আহমাদ য়্যার খাঁ নাঈমী
২। ইলমুল ক্বোরআন (বাংলা) মুফতী আহমাদ য়্যার খাঁ নাঈমী
৩। পবিত্র রমযান মোমিনদের মেহমান - মৌঃ আখতার নাঈমী
৪। হায়াতে আলা হযরাত - (বাংলা) মুঃ শামসুল আলাম নাঈমী
৫। শামে কারবালা (বাংলা) - আল্লামা শাফী আওকাড়বী
৬। যালযালা - (বাংলা) আল্লামা আরশাদুল কাদরী
৭। সালাতে মুস্তফা - মুফতী গোলাম সামদানী
৮। জান্নাতী যেওয়ার - (বাংলা) মুফতী গোলাম সামদানী
৯। ৪০ হাদীস - মুফতী রিয়াজুদ্দিন রেযভী
১০। দুই হাতে মোসাফাহ - মুফতী রিয়াজুদ্দিন রেযভী
১১। তানবিরে মাদীনা - মুফতী আশরাফ রাজা
১২। হাদীসী বাহার বা নাঈমী উপহার - মুফতী আশরাফ রাজা
১৩। নাঈমী তারানা - মুফতী আশরাফ রাজা
১৪। কানূনে শরীআত (বাংলা) আল্লামা শামসুদ্দীন জোনপুরি
১৫। তা'যীমী সাজদাহ (বাংলা)

প্রকাশক
নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো
পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)
কালিয়াচক, মালদহ।
Mobile : 9733417841
Email - kalimiabookdepot@gmail.com

Rs. 50

হাদিসী বাহার
বা
নাঈমী উপহার

লেখক ঃ
মুফতী মোহাম্মাদ আশরাফ রাজা নাঈমী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃঃ প্রকাশক ঃঃ
নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো
পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)
Mob : 9733330555 কালিয়াচক, মালদহ।
Mob : 9733417841, Email - kalimiabookdepot@gmail.com

হাদীসী বাহার
বা
নাঈমী উপহার

প্রসঙ্গ

ইলমেগাইব, দোআ, মোসাফা

লেখক ঃ-

মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী (ঝাড়খন্ড)

প্রধান শিক্ষক ঃ-

জামেয়া গাওসীয়া শাফিরীয়া নুরপুর মালদহ।

Mob: 9732585402

প্রকাশক

নিউ
কালিমী বুক ডিপো

পাঁচতলা মসজিদ রোড, (সোনালী মার্কেট)

কালিয়াচক, মালদহ।

Mob: 9733417841

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দুআ প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে।

আল কুরআন)

উপহার

১। আমার পিতা মোহাম্মাদ আসগার আলী এবং আমার মা জননীর প্রতি যারা আমার সফলতা ও কল্যান কামনা করেন।

২। প্রত্যেক সেই মুসলমানদের প্রতি যারা প্রেম-প্রীতি স্থাপন হেতু মুসলমানকে আগে বেড়ে সালাম করে।

৩। আল্লাহ তায়ালার সেই প্রত্যসী বান্দাদের প্রতি। যারা অহঙ্কার ছেড়ে দুআ প্রার্থনা করে।

৪। সেই বিশ্বাসীগণের প্রতি যারা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ইলমে গাইব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য স্বীকার করেন।

আশরাফ রেজা নাইমী

ইশারা

"ইলমে গাইব

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

অর্থঃ- অদৃশ্যের জ্ঞাতা সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না। আপন রাসুল ব্যতীত। (সুরা জ্বীন-২৬)

"দোআ ও পাওয়া"

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ قَالَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন "দোআ" এবাদত অতঃপর পাঠ করলেন - অর্থঃ- আমার নিকট দোআ প্রার্থনা কর। তোমাদের দোআ কবুল করবো। (মিশকাত পৃঃ ১৯৪)

দু'হাতে মোসাফা

عَلَّمَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ -

অর্থঃ- নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত আপন দু'হাতের মধ্যে নিয়ে তাশাহুদের তালীম দিলেন। (বোখারী ২খন্ড পৃঃ ৯২৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসী বাহার বা নাঈমী উপহার
সম্পর্কে তরুন কবি মুফতি জিয়াউল মোস্তাফা রেজবী সাহেবের

অভিমত

মুফতী আশরাফ রেজা একটি নাম শুধু নাম নয়। বিহার ঝাড়খন্ড ও বঙ্গীয় ইসলাম সমাজে বহুল প্রচারিত একজন ব্যক্তি। অসংখ্য প্রতিভার অধিকারী একজন নবউদিত তরুন লেখক। একদিকে তিনি বক্তা তৎসহ আদর্শবান উপযুক্ত শিক্ষক ও শায়খুল হাদীস । অতএব তাঁর লেখনী অধিক প্রশংসার প্রয়োজন রাখেন না। বিগত সময় তাঁর কলমের ডগায় ফুটে উঠেছে কয়েকখানি পুস্তক যথা মুসলীম সমাজে আজও সমহারে সমাদৃত তাঁর নতুন সংযোজন "হাদীসী বাহার বা নাঈমী উপহার" যাহাতে হাদীসের আলোকে জ্ঞান গর্ভ পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। এই বইখানি শুধু পাঠক হৃদয়কে মুগ্ধ নয়, বরঞ্চ অন্তরেই ইশ্‌কে রাসুলের ঢেউ তুলবে, তার সাথে সাথে বাতিল ফিরকার খন্ডন করে সঠিক ও সুপথ দেখাবে।

অতএব বইখানির বহুল প্রচার ও লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করে ইতি টানলাম।

ইতি -

মুফতি জিয়াউল মোস্তাফা রেজবী

২৫ / ১০ / ২০১৩

- ঃ ইয়াদগার ঃ-

হুযুর সাদরুল আফাজিল আলাইহির রহমহ।

যার নামে আক্ষায়ীত আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা "হাদিসী বাহার বা নাইমী উপহার"

তিনি হলেন আরব আযমের মহাবীর, সাদরুল আফাজিল ফাখরুল আমাসিল মুফাসসিরে কুরআন, দার্শনিক - মোহাক্কিক - শাস্ত্রবিদ - হেকিম- সাইয়্যাদ- নাইমুদ্দিন মোহাদ্দেসে মুরাদাবাদি আলাইহে রহমহ।

যিনি হোস বুদ্ধি প্রাপ্তির পর থেকে, পূর্ণ জীবন ইসলামিক খিদমতে অর্পণ করেদেন । এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার শাদ্ধতা মোতাবিক, নির্ভিক মোজাহিদ হয়ে ইসলাম ধর্মের ইজ্জাত-আবরু রক্ষা করেছেন। বিশেষ করে ভারত বর্ষে যখন ওহাবী, রাফেজী, কাদেয়ানী এবং আর্য সমাজের বর্বরতা মাথা চড়া দিয়েছিল। তখন তিনি সেই প্রভিতি বদদ্বীন এবং বেদ্বীনদের মোকাবিলা _____ মোনাজেরা ও পুস্তক দ্বারা এমনই জবাব দিয়েছেন যে, ইসলামিক শত্রুরা বাদ্ধ হয়ে নত শিকার করেছে। তিনি শুধু ঘরে বসে কিতাবই লিখতেন না। বরং ইসলাম বিরধী ময়দানে গিয়ে ইসলামী পতাকা উত্তালন করেছেন। এমনই যুক্তিসহ কারে মোনাজেরা করতেন যে, আলহামদু লিল্লাহ _____ বেদ্বীনেরা সারিবদ্ধ সহকারে, পবিত্র ধর্ম ইসলামে দাখিল হয়ে পাকা দ্বীনদার পরহেজগার হয়েছে।সেই ওয়ালিয়ে কামিলের ফাইজান যেন আমাদের উপর জারী থাকে। আমীন.

খাকপায়ে নাঈম

মোহাম্মাদ আশরাফ রেজা নাঈমী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথমাংশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ ☆ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى عَالِمِ عِلْمِ غَيْبِ الْكَوْنَيْنِ ☆ وَعَلٰى اٰلِهٖ مَنِ اسْتَدَّعُوْا بِبَطَنِ الْكَفَّيْنِ ☆ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ صَافَحُوْا بِالْيَدَيْنِ ☆

দীর্ঘদিন থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতাম। কিন্তু আমার জ্ঞানানুভূতি, সময় সীমিত। নানান সমস্যায় জড়িত। জালসা-মাদ্রাসা ইত্যাদি বন্ধনে আবধ্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় চলার পথে মঞ্চে বৈঠকে, জনসাধারনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যেমন - "মোসাফা" এক হাতে না দু হাতে ? ফরজ নামাযান্তে "দুআ" আছে না নাই ? "ইল্‌মে গাইব্" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছিল কি না ? এই ধরণের রকমারি প্রশ্নের উত্তর দিতে হত । কিন্তু বলা এবং লিখার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই বাধ্যতামূলক কলম ধরলাম। এই মনোবৃত্তি নিয়ে যে, ভাষাগত কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি হলেও, কোরআন ও হাদীসের অমরবাণী জনসাধারণের নিকট পৌঁছাতে পারি। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। সেই কামনা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে, এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসিলায় সম্পন্ন হয়েছে।

আমার এই পুস্তিকায় যদি ভুল ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। দয়া করে জানাবেন। হিতাকাঙ্খি মনে করবো।

ঃঃ দুই হাতে মোসাফা - সুন্নাতে মুস্তাফা ঃঃ

মোসাফা যেহেতু সালামের পর সেহেতু সালামের বর্ণনা সর্বাগ্রে দরকার। তাই সালাম পেশ করার পরে মোসাফায় হাত দিব। ইনশা আল্লাহ -

ঃঃ সালামের ফজিলত ঃঃ

একজন মুসলমানের প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব, সাম্যতা ও একাগ্রতা, অপর মুসলামানের প্রতি প্রতিষ্ঠিত করার বিশিষ্ট মাধ্যম হল সালাম ও মোসাফা।

পরিচিতি - অপরিচিতি, আপন-পর, সকল মোমীন -মুসলমানকে সালাম করা সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ এবং ইসলামী তরীকা। গরিব ধনী, রাজা-প্রজা প্রভৃতি, সকল মুসলমানেরই জন্য একই হুকুম।

সালাম আরাবিক শব্দ এর শাব্দিক অর্থ হল শান্তি। মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানকে সাক্ষাতে সালাম করে, তখন আল্লাহ তায়ালার শান্তি ধারা তাদের উপর বর্ষিত হয়। কাজেই এ শুভ মিলন শব্দকে সালাম বলা হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ـ فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ ـ

অর্থঃ- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন - রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন। আল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাআলা আদম আলাইহিস সালাম কে স্বীয় আকৃতি গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উচ্চতা আট হাত ছিল। সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা বললেন, - যাও ফারিশ্‌তাদের কে সালাম করো। এবং শুন্‌বে প্রতি উত্তরে তারা কি বলে ? যেমন (তাহিয়াত) সালাম করবে, তোমার বংশ ধরের সালাম তদ্রূপ হবে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাদের কে আসসালামো আলাইকুম বলে সালাম জানালেন। তদুত্তরে ফারিশ্‌তা মন্ডলী আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বললেন। ফারিশ্‌তা মন্ডলী ওয়া রাহমাতুল্লাহ বৃদ্ধি করলেন। প্রত্যেকই আদম আলাইহিস সালামের আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বোখারী ২খন্ড পৃষ্ঠা ৯১৯)

উক্ত হাদীস হতে কতিপয় নিয়মাবলীর অনুসন্ধান পাওয়া যায় এবং সালামের মূল উদ্দেশ্যেও বোঝা যায়। যেমন- সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠকে, দাঁড়ানো ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে,ছোট বড়কে সালাম করবে। সালামের প্রতিউত্তরে অতিউত্তম ভাবে সালাম দিবে।

عَنْ هُمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الصَغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

অর্থঃ- হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- ছোট বড়কে, চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্টকে সালাম করবে। (বোখারী ২খন্ড)

কিন্তু উল্লেখিত হাদীসের নিয়ম - বিধান শুধু ফাজিলতের নিমিত্তে , ওয়াজিব বা ফরয নয়।

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ وَاَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِىَ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ - وَتَقْرَا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

অর্থঃ- আব্দুল্লাহ বিন আমার হতে বর্ণিত একজন লোক

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো। ইসলামের অতি উত্তম আমল কি ? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদুত্তরে বললেন। ক্ষুধার্থ কে আহার প্রদান কর এবং পরিচিত অপরিচিত মুসলমানকে সালাম কর। (বোখারী দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ৯২১)

কি সুন্দর পরিবেশ কি সুন্দর পরিবার, গড়তে চেয়েছে, ইসলাম ধর্ম। এগানা বেগানা, জানা অজানা, কেউ যেন দূরে সোরে না থাকে। সকলেরই হৃদয় মনে এমনি এক ভাব স্থাপন হয়ে যায় সে যেন শুধু মাত্র হয় আপনজন। কাজেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক প্রশ্নোত্তরে আপন পর জানা -অজানা, সকল মুসলমানের জন্য সালাম কে ইসলাম ধর্মের উত্তম নিয়ম বলে, ঘোষনা করেছেন।

কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা যে,"মোসাফা" মোসাফাকারীর আপন দু'হাতে নেই। সাউদী আরবের হাওয়ালায় বলে যে, তারা একই হাতে মোসাফা করে। এই ধারণা ভিত্তিহীন দলিল - মনগড়া ব্যাখ্যাও পেশ করে, তাদের মতানুযায়ী উভয় মোসাফাকারীর এক এক হাত সম্মিলিত দু'হাত। অন্যদিকে আরও এক ভ্রম যে, এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নোত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাঁ বলেছেন - যথা ঃ-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى اَخَاهُ اَوْ صَدِيْقَهُ اَيَنْحَنِىْ لَهُ ، قَالَ لَا قَالَ اَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ (ترمذى ٢/٩٧)

আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমাদের কেউ তার ভাই বা বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তার সামনে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কি মাথা নত করবে ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন - না। তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন না । তবে কি তার হাত ধরে মোসাফা করবে ? হুযুর বললেন হ্যাঁ। (তিরমীযি ২ খন্ড পৃষ্ঠা ৯৭)

উক্ত হাদীসে "اَلْيَدُ" আলইয়াদু শব্দ যার অর্থ হল হাত। 'মুফরদ' এক বচন এটাই হচ্ছে এই সাহেবদের সনদ বা দলিল। আর এই খামখেয়ালীতে "মোসাফা" মোসাফাকারীর আপন দু'হাত দিয়ে কোনও হাদীসে নাই, তাব্লা বাজায়।

অথচ ইয়াদুন শব্দ উল্লিখিত হাদীস ছাড়া পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এসেছে। কিন্তু এক বচন হওয়া ও সত্ত্বে বহু বচনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ইনশা আল্লাহ এখনই তার প্রমাণ কোরআন ও হাদীসে পেয়ে যাবেন। দেখুন -

بِيَدِ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَئِ قَدِيْرٌ ☆

অর্থঃ- সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছু করতে পারো । (সুরা ইমরান - ২৬ আয়াত)

উক্ত আয়াতের অর্থ তাদের ব্যাকরণানুযায়ী আল্লাহর তাআলার এক হাতে কল্যাণ রয়েছে এবং অন্য আরেক হাতে "মাআযাল্লাহ" কল্যাণ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

يَدُاللّٰهِ مَبْسُوْطَةٌ

অর্থঃ- আল্লাহ তাআলার হাত প্রশস্ত তাহলে কি এর অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার এক হাত প্রশস্ত । আসতাগফিরুল্লাহ আদৌ হতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলার দু'হাতই প্রশস্ত, যার প্রমাণ স্বয়ং পবিত্র কোরআন-

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ☆

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ- রবং তার দু'হাতই প্রশস্ত, তিনি দান করেন, যাকে চান। সুরা মায়েদা - ৬৪ আয়াত

বোখারী আবু দাউদ এবং নিসাঈতে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ☆

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন । মুসলমান সেই ব্যক্তি যার ভাষা ও হাত থেকে মুসলমান সুরক্ষিত থাকে। বোখারী ১ খন্ড পৃষ্ঠা -৬) উক্ত হাদীসেও (بِيَدِهٖ) বেইয়াদিহি শব্দ এসেছে যে শব্দ হল এক বচন। তাহলে এরও অর্থ তাদের মতানুযায়ী এক হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আর অন্য একটি হাত থেকে অসুরক্ষিত থাকবে। আশ্চর্য ব্যাপার হাদীস শরীফে আগে আরো আছে দেখুন !

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِى ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًامِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ ☆

অর্থ ঃ- হযরত মিকদাম হতে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- কেউ নিজের হস্তোপার্জন অপেক্ষা অতি উত্তম খাবার খায় না। (বোখারী -১ খন্ড ২৭৮)

اَطْيَبُ اَلْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ ☆

অর্থ ঃ- সর্বাপেক্ষা অতিউত্তম উপার্জনা মানুষের স্বীয় হস্তে

পার্জন (সুরা নিসা - ৪ আয়াত) ।
তবে কি ? দু'হস্তে দ্বারা উপার্জনের খাবার অতি উত্তম হতে পারে না ? আর মানুষ কি এক হাতেই পরিশ্রম করে ? দু' হাতে পরিশ্রম করলে সে উপার্জন অতি উত্তম হতে পারে না ? কি অদ্ভুদ ধারণা।
সহীহ্ বোখারীতে আরও এক হাদীস ইয়াদ্ শব্দ এসেছে যার শাব্দিক অর্থ হল "হাত" কিন্তু তার অর্থ দু'হাত প্রযোজ্য। যথা ঃ-

اِنَّ دَاوُدَ النَّبِىَ ﷺ كَانَ لَا يَاكُلُ اِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ ☆

হযরত দাউদ নবী আল্লাইহিস সালাম নিজের হস্তোপার্জন ভক্ষণ করতেন। বোখারী ১ খন্ড পৃঃ ২৭৮
হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম লৌহবর্ম তৈরী করতেন আর বর্মের কাজ দু'হাত ছাড়া এক হাতে সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য- উল্লিখিত হাদীস সমূহ থেকে জানা গেল যে, বহুক্ষেত্রে (يَد) (ইয়াদ্) এবং (يَدَيْن) ইয়াদাইন্ অর্থাৎ হাত এবং দু'হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না।

তাই বহুবচনের জায়গায় একবচনই যথেষ্ট ও কার্যকারী হয়ে থাকে। এবং একই বস্তুর জন্য কখনও বহুবচন, কখনও একবচন ব্যবহার করা যায়। তথা আল্লামা যাইন্ বিন নাজিম মিসরী আলআশবাহ ওয়ান্নাযায়ীরে এই প্রভৃতি শব্দাবলীতে বহুবচন এবং একবচনকে সমরূপ প্রমাণ করেছেন, যথা ঃ-

عَمِلَتْ يَدَنِىْ اَعْمَالَ الْجَدِّ مَابَيْنَ بَصَرِىْ وَيَدِىْ وَظُنُوْنِىْ ☆

উক্ত ব্যকরণের উপর আল্লামা আদীব সাইয়াদ আহমাদ হোমাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ-

اَطْلَقَ الْيَدَ وَاَرَادَ الْيَدَيْنِ - لِاَنَّهٗ اِذَا كَانَ الشَّيْئَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ خَلْقٍ اَوْ غَيْرِهٖ اَجْزَا مِنْ ذِكْرِهِمَا اَحَدُهُمَا كَالْعَيْنِ تَقُوْلُ كَحَلْتُ عَيْنِىْ وَاَنْتَ تُرِيْدُ عَيْنَيْكَ وَمِثْلُ الْعَيْنَيْنِ الْمَنْخَرَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ والنَّعْلَيْنِ تَقُوْلُ لَبِسْتُ خُفِّىْ وَ تُرِيْدُ خُفَّيْكَ كَذَا فِىْ شرح الحماسة ☆

অর্থ ঃ- শুধু হাত বলা যায় কিন্তু উদ্দেশ্য হয় দু'হাত। যদি দুই বস্তু এক অপরের ভিন্ন না হয়, জন্মগত ভাবে যেমন- (হাত, পা, চোখ, কান) অথবা মুজা জুতা জোড়াই ব্যবহৃত হয়। অতএব তান্মধ্যে একটির বর্ণনা দুটির জন্য যথেষ্ট যেমন - আমি চোখে সুর্মা লাগালাম আর উদ্দেশ্য এক চোখে নয়, দুচক্ষুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তদ্রুপ মোজা পড়লাম উদ্দেশ্য দুই মোজা হয়।
আলহামদুলিল্লাহ ! উক্ত ব্যকরণ ও যুক্তির মাধ্যমে সূর্যের আলোর ন্যায় খোলাসা হয়ে গেল যে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনাতে এক হাত নয় দু'হাত প্রমাণ হয়েছে এবং অস্বীকারকারীদের নিকট মোটেই কোন দলিল নেই। যাতে তাদের দাবীর গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। সাবেত ও প্রমাণ করা তো দূরের কথা। নইলে কোন হাদীসে দেখাক যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাতে মোসাফা করতে নিষেধ করেছেন। অথবা এটাই প্রমাণ করুক যে (بِيَدِهٖ وَاحِدَةٍ) একটি হাতে মোসাফা করতে বলেছেন। তবে জেনে রাখুন এই দলীল তারা আদৌ কোন হাসীস থেকে প্রমাণ করতে পারবে না।

আসুন দু'হাত দিয়ে মোসাফার প্রমাণ উজ্জ্বলাক্ষোরে লিপি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বদ্ধ রয়েছে তার দলিল পেশ করা হচ্ছে।

ঃঃ - দু'হাত দিয়ে মোসাফা ঃঃ-

সহীহ্ বোখারী, সহীহ্ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

بَابُ الْمُصَافَحَةِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَلَّمَنِى النَّبِىُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِّى بَيْنَ كَفَّيْهِ ☆

মোসাফার অধ্যায় ঃ-

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন - নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত, আপন দু'হাতের মধ্যে নিয়ে (মোসাফা অবস্থায়) তাশাহুদের তালিম দিলেন (বোখারী ২খন্ড ৯২৬)

ইমামুল মোহাদ্দিসীন ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাবুল মোসাফা নির্বাচন করে সর্বপ্রথম যে হাদীসটি মোসাফার বিষয়ে লিখেছেন সে হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দু'হাতের মধ্যে আমার হাত ছিল। নিঃসন্দেহে বোখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসে নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল হতে আপন দু'হাতে মোসাফার প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক না বোঝেই বলে যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের তো একটিই হাত ছিল। তদুত্তরে মোজাদ্দিদে আযাম ইমাম আহমাদ রেজা ক্বাদরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফাতাওয়া রেজাভীয়ায় লিখেছেন ঃ-

بعض جہلا کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو ایک ہی ہاتھ تھا یہ محض جہالت وادعائے بے ثبوت ہے۔ دونوں طرف سے دونوں ہاتھ ملائے جائیں تو ایک کا ایک ہی ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا نہ کہ دونوں۔ وھذا ظاھرٌ جدًا اور جب حضور سید عالم ﷺ کی طرف سے دونوں ہاتھ کا ثبوت ہوا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثبوت نہ ہونا۔ کیا زیر نظر رہا۔

অর্থ ঃ- কিছু লোক না বোঝেই বলে যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের তো একটিই হাত ছিল। এটা শুধু জেহেলত এবং প্রমানহীন দাবী। উভয় পক্ষ হতে যদি দুটি করে হাত মেলানো হয়, তবে একজনের একটি হাত দ্বিতীয়জনের দু'হাতের মধ্যস্থলেই হবে। দুটি আর হবে না। আর যখন হুযুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে দু'হাত প্রমাণ হচ্ছে। তাহলে ইব্নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ হতে সবুত না হওয়া কি এমন বিচারাধীন থাকে। (ফাতাওয়া রেজভীয়া ২২ খন্ড পৃঃ ২৯১)

বোখারী শরীফে সেই মোসাফা অধ্যায়ের অন্তর্গত রয়েছে ঃ-

بَابُ الْاَخْذِ بِالْيَدَيْنِ

صَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اِبْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ ☆

অর্থ ঃ- দু'হাত দিয়ে ধরার অধ্যায়

হাম্মাদ বিন যাইদ্ ইব্নে মোবারকের সঙ্গে আপন দু'হাতে মোসাফা করেছেন। (বোখারী ২ খন্ড পৃঃ ৯২৬)

আত্তারীখুল বোখারীতে আছে ঃ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

حَدَّثَنِىْ اَصْحَابُنَا يَحْيٰى وَغَيْرَهٗ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ رَأَيْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَجَاءَهٗ اِبْنُ الْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ فَصَافَحَهٗ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ☆

অর্থ ঃ- আমাকে আমার কতিপয় সঙ্গী ইসমাঈল বিন ইব্রহীম থেকে বর্ণনা করে বললেন - আমি হাম্মাদ বিন যাইদ্ কে দেখলাম। তাঁর নিকট মাক্কাতুল মোকাররামায়, এব্নুল মোবারক এসেছিলেন। তখন তিনি তার সঙ্গে আপন দু'হাতে মোসাফা করেছিলেন।

(আত্তারীখুল বোখারী, ১ খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪৩)

আকাবির্ উলামা এবং শাস্ত্রবিদ ফুক্হায়ে কেরাম ফিক্হীগ্রন্থে খোলাসা করেছেন যে, দু'হাত দিয়ে মোসাফা সুন্নাত। যথা ঃ-

فِى الْقُنْيَةِ السُّنَّةُ فِى الْمُصَافَحَةِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ☆

অর্থঃ- কুনীয়ায় আছে। মোসাফা আপন দু'হাতে সুন্নাত।

(দুর্রে মোখতার ২খন্ড পৃঃ ২৪৪)

اَلسُّنَّةُ فِيْهَا اَنْ تَكُوْنَ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ☆

অর্থ ঃ- মোসাফার সুন্নাত এই যে, আপন দু'হাতে করে।

(জামেউর রামুয ৩ খন্ড পৃঃ ৩১৬)

শাইখ্ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহেল্ভী মিশকাত শরীফের শারাহে লিখেছেন

مصاحفه سنت است نزد ملاقات وباید که هر دو دست بود

অর্থঃ- সাক্ষাতে মোসাফা সুন্নাত। এবং আপন দু'হাতেই উচিত।

(আশআতুল্লা আত - ৪খন্ড পৃঃ ২০)

هٰذَا مَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ঃঃ ইলমে গাইব ঃঃ

শিক্ষাজ্ঞান পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, প্রভাবশালী, শিক্ষার্জন, প্রত্যেকমুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ।

শিক্ষা দুই প্রকার

১) দুনিয়াবী শিক্ষা ঃ- এই শিক্ষা যাকে আমরা মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে অর্জন করে থাকি। তাহাকে দুনিয়াবী শিক্ষা বলা হয়।

২) ইলমে গায়েবী শিক্ষা ঃ- আর একটি বিশেষ শিক্ষা যা স্বয়ং খোদা প্রদত্ত হয়ে থাকে। এটি একটি গোপনীয় বা গাইবী শিক্ষা। যাকে আল কোরানেরভাষায় "ইলমে গায়েব" বলা হয়।

আল্লাহর প্রিয়পাত্র ঃ- ইলমে গায়েবী জ্ঞান মানুষ আপন প্রচেষ্টায় কখনই অর্জন করতে পারে না। অতএব এই জ্ঞানই সর্বপেক্ষা শক্তিশালী। এই জ্ঞান আল্লাহর রহমতে বর্ষার ন্যায় বর্ষে এবং যাঁদের উপরে বর্ষে তাঁরাই হলেন আল্লাহর প্রিয়পাএ।

ইলমে গায়েব শুধু আল্লহরই জন্য সাবেত যাকে আল্লাহর জাতি ইলম বলা হয়। যাহা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমানিত যথা ঃ-

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ـ

অর্থ ঃ- তারই নিকট রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডারের চাবি সমূহ, যে গুলো একমাএ তিনিই জানেন।

(সুরা - আনআম আয়াত ৫৯)

اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ- আমি জানি আসমান ও জমীনের সমস্তগোপন বস্তুসম্পর্কে, এবং আমি জানি যাকিছু তোমরা প্রকাশ করছো, এবং যা কিছু তোমরা গোপন করছো । (সুরা- বাকারা, পারা ২, আয়াত – ৩৩)

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ۔

অর্থঃ-আপনি বলুন গায়েবতো শুধু আল্লাহরই জন্য।

وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ ۔

অর্থঃ- এবং আমি তোমাদেরকে বলিনা যে , আমার নিকট আল্লহর ধনভান্ডার সমুহ রয়েছে,এবং এও না যে অমি নিজে অদৃশ্য জেনেছি (সুরা- হুদ, পারা–১২,আয়াত–৩১)

উল্লেখিত আয়াত শরীফ সমূহ থেকে জানা যায় যে, যাতি ইলমে গায়েব শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য।আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব সর্ম্পকে জানতে পারেনা।উপরের আয়াত সমুহ থেকে এও স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে,আল্লাহ তাআলা কোথা ও একথা বলেননি যে, আমি কাউকে ইলমে গায়াবের শিক্ষা প্রদান করিনি। বরং খোদাতাআলা তাঁর প্রিয় রসুলে করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইলম গায়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত ও অবহিত করেছেন ।

প্রিয় মুসলমান ঃ- এটাই হল মুল লক্ষ্য। যেমন ভাবে আমরা আল্লাহর ইলমে গায়েব কে বিশ্বাস করি , ঠিক তেমনই ভাবে মহান আল্লাহর প্রতিদানে ও বিশ্বাস স্হাপন করা একান্ত জরুরী। "আমান্তু বিল্লাহ " এর পূর্নাঙ্গ অর্থ হল - আল্লাহর জাত ও সেফাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। আর যারা আল্লাহর জাত ও সেফাতের প্রতি ঈমান রাখে তারাই হল মোমিন মুসলমান।

অতএব দেখুন কোরান কি বলে ঃ -

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ۔ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ سَلَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۔

অর্থঃ- অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাওকে ক্ষমতাবান করেন না, আপন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাতিত। যেহেতু তাদের অগ্রপশ্চাতে পাহারা নিয়োজিত করে দেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۔

অর্থ ঃ- এবং আল্লাহর শান এ নয় যে,হে সর্বসাধারন! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দেবেন। তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তার রসুল গনের মধ্য থেকে যাকে চান।সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ এবং রসুলের উপরে। এবং যদি তোমরা ঈমান আনো, পরহেযগারী অবলম্বন করো।তবে তোমাদের জন্য মহাউপহার রয়েছে । (সুরা-আল ইমরান,আয়াত-১৭৯/পারা ৪)

তাৎপর্য ঃ- উল্লেখিত আয়াত সমুহের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছেযে, আল্লাহ তায়ালা আপন মনোনিত মনপূত নির্বাচিত রসুল কেই "ইলমে গাইব" প্রদান করেন যা আয়াত সমূহ থেকে প্রকাশ্য প্রমানিত হল।কাজেই এ বিশেষ প্রতিদানকে স্বীকৃতি দেওয়া মোমেন ব্যাক্তির চিহ্ন, মোসলমান হওয়ার নিশানী । এবং যদি এই প্রতিদানের অস্বীকার করাহয় ,তাহলে কোরানের প্রতি অস্বীকার করাহবে।কত শত হদিসের অস্বীকার হবে। ক্ষতিকার ? অস্বীকার কারীর ! অবিশ্বাসীর ! আল্লাহ কে মানা এবং আল্লাহের কালামের অমান্য করা , কোন কোরানের বানী এবং কোন হাদিসের বানী ? যে রুপ আল্লাহর উপর ঈমান যরুরী, অনুরুপ তাঁর কালামের উপরও

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমান অপরি হার্য। এবং তার প্রেরিত পয়গম্বারের প্রতিও ঈমান রাখা একান্ত আবশ্যিক। তবে হবেন পাকা মোমেন মোসলমান এবং ঈমানদার ও পরহেযগার। আল্লাহ তা আলার মহাপ্রদান তাঁরাই পাবেনযাঁরা আল্লাহ এবং রসুলের সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ঈমান আনবে। ঈলমে গাইব কোনসাধারন ও মামুলি শিক্ষা জ্ঞান নয় যে,সর্বসাধারনকে প্রদান করা যায়। যাঁরা এই আমানত বহন কারতে সক্ষম,তাঁদেরকেই কেবল মাএ প্রদান করাযায় । যাঁরা এই প্রতিদানের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরাহলেন ভাগ্যবান, আলীশান। আল্লাহ তাআলার মোননীত রসুল (সাঃ) ও নবী । "ইলমে গাইব" সকল আম্বিয়া ও মুরসালীন কে সমান ভাবে হাসিল হয়নি । যেমন আম্বিয়া ও রাসুল গনের মধ্যে ফজিলত অনুক্রম রয়েছে, অনুরুপ ইলমে গাইব ও তাঁদের কে, অনুক্রম ভাবে প্রদান করা হয়েছে । বিশেষ করে "ইলমে গাইবই" হযরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সব চাইতে বড় মোজেযা–ন্যূনাধিক এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরকে যত ইলম গাইব প্রদান করা হয়েছে, তাদের চাইতে বেশি "ইলম গাইব" প্রদান করা হয়েছে প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মোস্তাফাকে সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ ছাড়া অধিক যা কিছু দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ব্যাতিত কেও জানেনা। আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা নবীকে অদৃশ্যজ্ঞান যাকিছু প্রদানকরেছেন,সে সর্ম্পকে কোরান স্বীয় ঘোষনা করে-

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ

অর্থ ঃ–আর আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন,এবংআপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন

না। এবং আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। ধর্মীয় বিষয়াদি শরিয়তের বিধানাবলী এবং অদৃশ্য জ্ঞান সমুহ। এআয়াত থেকে প্রমানিত হল যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবিব কে সমস্ত সৃষ্টির প্রকাশ্য ও গোপনীয় জ্ঞান সমূহ দান কারেছেন।এবং কেতাব ও হিকমতের রহস্যাবলী ও হাকিকত সমুহের উপর অবহিত করেছেন । এদলিল কোরআন কারিমের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদিস শরীফ হতে প্রমানিত ।

উক্ত আয়াত হতে বোঝা যায় যে সমগ্র জাহানে কোনো এমন বস্তু নাই যা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন না। কাজেই এ নিয়ামত কে ফযলে আযিম বলা হয়েছে। নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যা কিছু পরিশিক্ষণ দিায়ছেন,আল্লহ দিয়েছেন শুধু মাএ আল্লাহই দিয়েছেন।জগদ গুরু হজরত মহম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক একমাএ আল্লাহ। আল্লাহ ব্যাতিত নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক কেউ ছিলেন না।তাই তো তিনি নবিয়ুল উম্মী। যার পার্থিব কোন শিক্ষক ছিল না। নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইলমে গাইব প্রদান কারেছেন, মহান আল্লাহরব্বুল আলামিন এরই প্রতি আমাদের ঈমান প্রতিষ্ঠিত। যদি তা অস্বীকার করা হয়,তাহলে ঈমান থেকে খারেজ হয়ে যেতে হবে। নবী মোস্তফার "ইলমে গায়েবের" বৃহত্তরকে কে অনুমান লাগাতে পারে ? কে তার পরিমান করতে পারে ? তার প্রতি পালক আল্লহই তা জানেন ।
এরশাদ করেন ঃ–

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ ـ

অর্থঃ– এসমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ আমি আপনারই প্রতি ওহি করেছি ।
(সুরা হুদ আয়াত – ৪৯)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ-

অর্থঃ- এ কিছু অদৃশ্যের সংবাদ যা আপনার প্রতি ওহি করেছি।
(সুরা ইউসুফ আয়াত- ১০২)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنَ-

অর্থঃ- এ নবি অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।
(সুরা তাকবীর- ২৪)

উপরোল্লেখিত আয়াত সমুহে, আলেমুল গাইব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন "এ নবী " অর্থাৎ আমার প্রিয় হাবিব অদৃশ্য বিষয়াদি বর্ণনায়কৃপণ নন।যদি কৃপন না হন তাহলে ? সোজাউত্তর হবে সে হল দানশীল।

যেহেতু কৃপণের বিপরীত হল দানী। সেহেতু বিশ্ব নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ইলমে গাইব"বর্ণনা করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে দানী ও ধনী। যাঁর কাছে সম্বল থাকে তিনিই প্রতিদানে সক্ষম হন। বোঝা গেল, আক্বা মোস্তফা যেমন,প্রকাশ্য জ্ঞান সমুহের শিক্ষক,তেমনি অদৃশ্য জ্ঞান সমূহ হতে জ্ঞাত। বাল্যকাল হক – অথবা কিশোর কাল, যৌবন কাল কিংবা নবুয়াত প্রকাশ্য কাল,প্রিয় মোস্তফার পূর্ণজীবনটাই রহস্য ময়। দুধ পোষ্য কালে, দাই মা হালিমার কোলে দুধ পান করতেন, দুটি নয় – একটি কেন ? কি রহস্য ছিল এর মধ্যে?কোন মায়ার বশবর্তী হয়ে একটি দুধ রেখে দিতেন ? কার জন্য হৃদয় সাগরে, তার প্রেমের ঢেউ উথলিয়ে পড়ত? তিনি কি জানতেন ? তাঁর আর একটি ভাই একসাথে মা হালিমার দুধ পানকরে ? জানবার কথা ও নয়।বোঝ বারও কথা নয়।এবং উপলব্ধির ও কথা নয়। তবুও জানতেন,বুঝতেন,এবং উপলব্ধি করতেন। নইলে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে জগৎকে স্তম্ভিত করতেন না। এটাই তো অদৃশ্যজ্ঞান।একেই তো "ইলমে গাইব" বলা হয় ।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,ভূমন্ডল ও নভ-মন্ডলে যাকিছু রয়েছে, সমস্ত বস্তুকে অমি চিনি ও জানি ।

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَايِشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْاَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاءُ الْاَعْلٰى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ-

قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَابَيْنَ ثَدَىَّ فَعَلِمْتُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَتَلَاءَ كَذَالِكَ نَرٰى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ-

অর্থঃ- আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ)এরশাদ করেছেন । আমি আমার প্রতিপালককে অতি সুন্দর গঠনে পরিদর্শণ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফারিস্তারা কি বিষয়ে বাহাস করে ?

তদুত্তরে বললাম ! আপনি বেশি ভালো জানেন। অতঃ পর আল্লাহ তায়ালা আমার স্কান্ধে স্বীয় কুদরতী হাত রাখলেন, যার শীতলতা আমার বক্ষে পেলাম , যা কিছু আসমান ও জমীনে রয়েছে , সবকিছু হতে হলাম অবহিত । এবং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত খানা পাঠ করলেন। (পঠ্য আয়াতের অর্থ) এমন ভাবেই আমি পরিদর্শন করায় আসমান ও জমীনের

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাজ্যত্ব এব্রাহিমকে । সেযেন সুদৃঢ়– বিশ্বাসী হয় ।(মিশকাত ১খন্ড পৃ ৭২) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন হাদীসের সমর্থনে , আয়াতে তেলাওয়াত করলেন যে , আমি শুধু আসমান ও জমীনের যাবতীয় বস্তুর পরিদর্শন করিনি,আমার পূর্ববর্তী নবী,হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহও আসমান ও জমীনের রাজত্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন

শাইখ আব্দুল হক মহাদ্দীস দেহেলভী অএ দুই পরিদর্শনের মধ্যে ব্যাপক একটা পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেছেন ।তথা ইব্রাহিম আলাহিস সালাম , আসমান ও জমীনের সাম্রাজ্য দর্শন করেছেন । কিন্তু বিশ্ব নবী প্রিয় মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমান ও জমীনের দ্রব্য সামগ্রীও পরিদর্শন করেছেন । যা কিছু প্রকাশিত ও গোপনীয় সমস্ত বস্তুকে এক এক করে জেনেছেন ।

(আশআতুল্লামআত)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানাবলী হতে কতটা অবহিত ছিলেন আল্লাহ ব্যাতিত কেউ জানেনা । তবে অসংখ্য অগনিত , অদৃশ্য জ্ঞানাবলী, সাহাবাবর্গের নিকট প্রকাশ করেছেন । সেও বিশেষ প্রয়োজনে,যথা বোখারী শরীফের পাতায় প্রমানিত । সাহাবাগন শুনার পর স্মরনে রাখার চেষ্টা করতেন । যথাঃ-

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَيَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا اَلنَّبِىُ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ اَلْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَا زِلَهُمْ وَاَهْلَ النَّارِ مَنَا زِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِىَ مَنْ نَسِيَهٗ -

অর্থঃ– তারেক বীন শেহাব হতে বর্ণীত ,তিনি বলেন, হযরত উমরের

কাছে আমি নিজ কানে শুনেছি । তিনি বলেন , রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মেম্বারের উপরে আরহণ করেন ,সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে জান্নাতী –জান্নাতে , জহান্নামী – জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত সবকিছু বর্ণনা করলেন । যারা স্বরন করল তারা স্বরণ রাখলো , এবং যারা ভুলে গেল তারা ভুলেইগেল । বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন "ইলম" প্রতিদানে পেয়েছিলেন । সে আহকামুল হাকিমীন কি হিকমত প্রদান কারছিলেন যে , এক স্হানে একদিনে আঠারো হাজার মাখলুকাতেরই নয় বরং কবর, হাশর, হিসাব, কিতাব,জান্নাতী জান্নাতে ,জাহান্নামী -জাহান্নামে প্রবেশ হওয়া পর্যন্ত, সৃষ্টির আদিঅন্ত সমস্ত বিবারণ খুলে বললেন । এবার বলুন কি সিধান্ত নেওয়া উচিত ? একে কি "ইলমে গাইব" বলা যায় না ? এত অল্প স্বল্প সময় সীমায় সারা জগতের বর্ণনা দেওয়া , কি মোজেজা চিহ্নিত হয়না ? নিশচয় এটা আল্লাহর প্রতিদান । নিশচয় এটাই "ইলমে গাইব" অদৃশ্য বর্ণনাইতো এক মোজেজা ! আর অল্প সমায়ের বর্ণনা হল কালামে মোজেজা । কে কোথায় মৃত্যু বরণ করবে, কোথায় শহীদ হবে ,নবী করিম(সাঃ)ইচ্ছা করলে সবার কথা বলে দিতেন । কিন্তু বলেননি । যেহেতু "ইলমে গাইব" হল হিকমত যুক্ত ।এবং হিকমত সর্বাএে প্রকাশ করা যায় না । যেমন কেয়ামতের নিশচয় একটি দিন নির্ধারিত রয়েছে , কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিকমত স্বরূপ তাকে রেখেছেন নিহিত । কারো সামনে যাহের করেননি। আর যাদের ব্যাপারে যাই বলেছেন ভবিষ্যৎ বানী করেছেন, সেই অনুপাতে হয়েছে সংঘটিত । যথা সহীহ মুসলিম শরীফে তার জলন্ত প্রমান রয়েছে।

قَالَ رَسُول اللّٰه ﷺ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الارضِ هٰهُنَا هٰهُنَافَمَا مَا طَ اَحَدُ هُمْ عَنْ مَوْضَعِ يَدِ رسول اللّٰه ﷺ -

অর্থঃ– ১৭ রমযানুল মুবারাক , দ্বিতীয় হিজরী ৬২৪ খ্রীঃ বদর যুদ্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংঘঠিত হয় । জেহাদ প্রান্তের পূর্বমূহুর্তে , যুদ্ধ ময়দানে ইসলামী শত্রু যারা মারা যাবে – তাদের নাম ধরে চিহ্নিত করলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং স্বীয় হস্ত মবারোকে মাটির উপর রেখাঙ্কিত করে বললেন। অমুক এখানে কাটাপড়বে , অমুক এখানে মারাযাবে ।যার জন্য যে স্থান নির্বাচন করেছিলেন ,অবসনের পর দেখা গেল তারা সবাই যাদের নাম ধরা হয়ে ছিল সেই রেখাঙ্কিত স্হানে পড়ে রয়েছে । এক ইঞ্চি আগে না এক ইনচি পিছনে। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) সর্ম্পকে ,রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাল্যাবস্থায় স্বীয় কোলে তার ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে , আমার এ ছেলে শহীদ হয়ে যাবে । যায়গার নাম বলেছিলেন " কারবালা " । এবং কাতিল চুরাচারের পরিচয় দিয়ে ছিলেন । যথাঃ–

سَتَقْتُلُ اُمَّتِیْ اِبْنِیَ هٰذَا بِاَرْضٍ طَفٍّ اَیُ الْکَرْبَلَا ۔

অর্থঃ– অতি সত্বর আমার এ ছেলেকে আমারই এক উম্মত শহীদ করবে । দীর্ঘ্য দিন পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বানী এক এক করে পূর্ণ হয়েছিল । এই মত বহু.ঘটনা হাদীস শরীফে বিদ্যমান তাই সংক্ষিপ্ত করার জন্য আরও দু–এক খানা হাদীস পেশকরে সমাপ্ত করা হবে। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেন যে ,আমি কেয়ামত অবধি যা হয়েছে অথবা হবে সব বিষয়ে অবগত। যদি তোমাদের কারো জানার থাকে তাহলে জানতে পারো , শিক্ষা নিতে পারো , জিজ্ঞাসা করতে পারো । যথাঃ–বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে

اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ خَرَجَ حِیْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّی الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَی الْمِنْبَرِ فَذَکَرَ السَّاعَةَ وَذَکَرَ اَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا اُمُوْرًا عَظِیْمًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ فَلْیَسْاَلْ عَنْهُ فَوَ اللّٰهِ لَا تَسْاَلُوْنِیْ اِلَّا اَخْبَرْتُهُمْ بِهٖ مَا دُمْتُ فِیْ مَقَامِیْ هٰذَا قَالَ اَنَسٌ فَاَکْثَرُ النَّاسُ الْبُکَاءَ وَاَکْثَرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ یَقُوْلَ سَلُوْنِیْ قَالَ اَنَسٌ فَقَامَ اِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَیْنَ مَدْخَلِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّارَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ مَنْ اَبِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْکَ حُذَافَةُ۔

অর্থঃ– সূর্য গড়ার পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে বেরোলেন। অতঃ পর আমাদের কে যোহরের নামায পড়ালেন সালাম ফেরার। পর মেম্বারোপর অরহন করলেন , এবংকেয়ামত সম্পর্কে বললেন এবং আরো অন্যান্য সংবাদ দিলেন ।যা আগামিতে ঘটবে । রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যদি কারো কনোবিষয়, জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। খোদার শপথ করে বলি তোমরা আমাকে যে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। হযরত আনাস বলেন, লোকজন কান্নায় ভেঙেপড়ল। আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেই থাকলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করো? আমাকে জিজ্ঞাসা করো? হযরত আনাস বলেন, জনৈক ব্যাক্তি দাড়িয়ে হুযুর কে জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঠিকানা কোথায় হবে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন জাহান্নামে। দাড়িয়ে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতার নাম কি? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার পিতার নাম হোযাফা।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,তোমাদের ইচ্ছামত জিজ্ঞাসা কর।এর পটভুমিকায় যদি চিন্তা করা যায়। তাহলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনীয় ও প্রকাশ্য কত জ্ঞানাবলী দিলেন যে, প্রশ্ন করার সুযোগ তাদের ইক্তিয়ারে ছেড়ে দিলেন। বারংবার বলেছিলেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। ভয় পাওয়ার কিছু নাই। খোলা এজাযত যা কিছু জিজ্ঞাসা কর। কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং হবে, সব বিষয়ে বক্তব্য রাখার পরেও বলেছেন, যদি কারো মনে আরো কোন প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা করতে পারো। সুবহানাল্লাহ -- -- এত বড় চ্যালেঞ্জ, এত বড় দাবি কার ছিল? ছিল একমাএ রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লমেরই।যিনি ছিলেন জগৎ গুরু আল্লাহ ভিরু। মৈএ সাম্যের সুমধুর গায়ক। সুশান্ত সমাজের অধিনায়ক অভিভাবক শুভচিন্তক। সমগ্র জাহানের রহমতের ভান্ডার বিশ্ব কুল সরদার। তিনারই ছিল এই দাবী, তিনারই ছিল এই দাওয়া।আমাকে যা কিছু ইচ্ছা সব জিজ্ঞাসা কর। একজন লোক জিজ্ঞাসা করেই ফেললো।ইয়া

রসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর আমার কোথায় ঠিকানা হবে? তদুত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন জাহান্নামে। এই ছিল লোকটার ভাগ্য। হয়তো মনে দুঃখ পেয়ে হবে। কলেজা ফেটে গিয়ে হবে কিন্তু করার কিছু নাই।তার ভাগ্যে যাছিল নবীকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাই বলেছিলেন। তার ব্যাক্তিগত ব্যাপার ছিল, তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেবাধ্য হয়েছিল। "ইলমে গাইব" একই বলে। কারো মনে দুঃখ হতে পারে। কাজেই বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিকমত সহ বলতেন। জায়গা বিশেষ জাহের করতেন। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানা বলী বর্ণনায়কৃপণ ণন্। তথাপি মাঝে মধ্যে কিছু অদৃশ্য প্রকাশ করতেন না। যেমন এখনই দেখলেন, লোকটা কতনা দুঃখ পেয়েছিল। এরুপ এক প্রশ্না ছিল কেয়ামত কবে ঘটবে? তদুত্তরে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন সয়েল বেশি জানে।এঘটনাই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্নের উত্তর করেনি।তবে এটা বলেনি যে আমি জানিনা কারণ এর মধ্যে বিশাল হিকমত ছিল নিহত। সেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নি। এধরনের উত্তর না দেওয়াতে, যদি কেউ বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম " ইলমে গাইব" জানতেন না। তাহলে সারা বিশ্বজুড়ে এর চাইতে মস্ত নির্বোধ খুঁজে পাওয়া বিরল। আব্দুল্লাহ উঠে বললেন ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতা কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার পিতার নাম " হোযাফা"। এটি একটি নিদর্শন। মোট কথা হল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির পূর্ণ জীবনের খবর রাখেন তার প্রমান কোরআনেলিপিবদ্ধ

দেখুন ঃ - إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ– নিশচয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রসুল প্রেরণ করেছি । যিনি তোমাদের পর্যবেক্ষণ কারী ।

(সুরা মোযাম্মিল -আয়াত ১৫)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا -

অর্থঃ– এবং যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সাক্ষী তাদের মধ্যে থেকে উঠাবো। যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে ।এবং হে মাহাবুব অপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী করে উপস্থিত করবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রত্যেক উম্মাতের সাক্ষী বানিয়ে উঠাবেন । কোরানের আয়াত প্রমান করে যে , রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,হযরতআদম আলাইহিস সালাম হতে কেয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মতের জীবনের পুন ও পাপের সাক্ষী দেবেন। এর চাইতে আর বিশাল "ইলমেগাইব"আর কি হতে পারে।

মদীনায় বসে গাইবী খবর

শাম দেশের অন্তর্গত এক স্থান যার নাম মুতা। সেই জায়গায় মুসলামনদের ও রোমদের বাদশাহর সঙ্গে এক ভয়াবহ স্বরণীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলমান মুজাহেদীনের সংখ্যা ছিল, অতি অল্প। কেবল মাত্র তিন হাজার। আর কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বহু গুণে বেশি, প্রায় একলক্ষ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুদ্ধের জন্য সাদা রঙের ঝান্ডা নিজ হাতে তৈরী করে হযরত যায়েদ বিন হারেসের হস্তে অর্পন করলেন এবং তাকেই সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করলেন। বিদায়ের সময় মুসলিম মুজাহেদীনকে সম্বোধন করে

বললেন হে আমার মুজাহেদীনগণ শুনো !

যদি যায়েদ শহীদ হযে যায়, তবে সেনাপনি হবে জাফার, আর যখন জাফার শহীদ হযে যাবে, তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে। আর জেনে রাখো সেও যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে মুসলমানেরা নিজেদের সেনাপতি নিজেই নিযুক্ত করে যুদ্ধ করবে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। যায়েদ যদি শহীদ হয়ে যায়, তবে জাফার বিন আবি তালিবকে ঝান্ডা দেবে। এবং তার শাহাদাতের পর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহকে ঝান্ডা দেবে। অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তেমনই হয়েছিল ।

দেখুন-

عَنْ عَبْدُاللّٰهِ بِنْ عُمَرَ قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ مُوْتَةَ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنْتُ فِيْهِمْ فِىْ تِلْكَ لْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنِ اَبِىْ طَالِبِ وَجَدْنَاهُ فِى الْقَتْلٰى وَوَجَدْنَا مَافِىْ جَسَدِهٖ بِضْعًا وَتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَّةٍ -

অর্থ ঃ- আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যায়েদ বিন হারিসকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন, মুতা যুদ্ধের জন্য। অতঃপর বললেন যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায় তবে জাফার আর জাফারও যদি শহীদ হয়ে যায় । তবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়া সেনাপতি হবে।

আব্দুল্লাহ বলেন আমি সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। যায়েদের পর জাফার বিন আবি তালেবকে যুদ্ধ ময়দানে পেলাম। তার শরীরে নব্বইটিরও বেশি জখম ছিল। কিছু তীরের জখম এবং কিছু বল্লমের জখম ছিল। (বোখারী ২খন্ড পৃঃ ৬১১)

এখন পর্যন্ত মুসলিম মুজাহেদীন যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত হননি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেদিচ্ছেন । তারপর কে শহীদ হবে। অতএব উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এধরণের অসংখ্য ইলমে গাইব, নবী করীমের জানাছিল তবে প্রয়োজন ছাড়া ব্যক্ত করতেন না। এখানে প্রয়োজন ছিল সেনাপতি নিযুক্ত করার। কেননা যে, সেনাপতি বিহীন যুদ্ধ সফল হয় না। যার মজবুত হাতে ঝান্ঠা উঁচু থাকবে সেই হবে সেনাপতি । তাই ইসলামী বীর হযরত যায়েদ বিন হারেসকে সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সৈন্যদেরকে বললেন। উমুকের পর উমুক সেনাপতিও হবে। শহীদও হবে।

কাজেই পরস্পরের নাম ধরে বললেন কেননা যে অল্প সংখ্যক সৈন্যের জন্য নাম ঘোষণা করা জরুরী ছিল। তাই তাদেরই নাম বললেন। নইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই যুদ্ধে যত মুসলিম মুজাহেদীন শহীদ হয়েছেন, সকলেরই নাম ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু হিকমতের কারণে ঘোষণা করেন নি।

মুতা প্রান্তেরে পৌছে দুই পক্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

গাইবী সংবাদ দাতা নবী সাইয়েদ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেই যুদ্ধের যুদ্ধ বর্ণনা করছিলেন।

যথা ঃ- সহীহ্ বোখারীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعٰى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنِ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ ثُمَّ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرُ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَ اِبْنُ رَوَاحَةُ فَاُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَزْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مَنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ .

অর্থ ঃ- আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের সম্মুখে যায়েদ জাফার এবং রাওয়াহার শাহাদাতের

সংবাদ দিচ্ছিলেন। যুদ্ধ ময়দানে হতে খবর আসার পূর্বেই । নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভাবে বলছিলেন -

যায়েদ ঝান্ডা গ্রহণ করল এবং শহীদ হয়েগেল। অতঃপর জাফার ঝান্ডা নিল সেও শহীদ হয়েগেল। আবার ইব্নে রাওয়া ঝান্ডা নিয়েছে, কিন্তু সেও শহীদ হয়ে গেল।

তখন হুযুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরছিল। তারপর ঝান্ডা গ্রহণ করল আল্লাহর এক তলোয়ার । তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফিরদের উপর বিজয় প্রদান করলেন। মুতা যুদ্ধ হতে যখন ইয়ালা বিন উমাইয়া নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন হুযুর তার সামনে যুদ্ধর পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করলেন।

সুবহানাল্লাহ্ ! কোথায় মদীনা শরীফ, আর কোথায় মুতা যুদ্ধ ময়দান। কত পাহাড় পর্বত গাছ পালা, এতদূরুত্ব সত্ত্বেও নবীর চোখ হতে আড়াল হতে পারেনি। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সামনের বস্তুকে দর্শন করেন। তেমনিই মুতাপ্রান্তরের যুদ্ধকেও দর্শন করছিলেন এবং সাহাবাগণের কাছে বর্ণনাও করছিলেন।

এক বিস্ময়কর ঘটনা

আর এক বাস্তব দৃষ্টান্তে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের "ইলমে গাইব" দেখা যায়।

যথা ঃ- আবু জেহল মক্কা শহরে ইসলাম প্রচার বন্ধ না করতে পেরে বহু চিন্তিত ছিল। তখন হাবীব বিন মালেক ইয়ামানীকে পত্র লিখলো। আপনার ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অতিশীঘ্রি এসে ইসলাম প্রচার-প্রসার বন্ধ করেন। আবু জেহলের ধারণা ছিল যে, হাবীব ইয়ামানীর মক্কাবাসীর উপর বিশাল একটা প্রভাব রয়েছে। সে যদি এসে যায়, তাহলে মক্কা শহরে ইসলাম প্রচার-প্রসার বন্ধ হবে। এবং মোহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ও জব্দ অপদস্ত হবে। হাবীব ইয়ামানী পত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

পেয়ে মক্কায় উপস্থিত হল। আবু জেহল তাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে বহু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করল এবং ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার পরামর্শ দিল। হাবীব ইয়ামানী বলল ! আমি উভয় পক্ষের কথা শুনার পরই কোন সিদ্ধান্ত নিব। যেমন তোমার সব তথ্য শুনলাম তেমনই মোহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিন আব্দুল্লাহর কাছে খবর পাঠাল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হল। দুররাতুন নাসেহীন নামক কিতাবে এই ঘটনা বহু বিস্তারিত ভাবে লিখা আছে। এখানে শুধু মূল তাৎপর্য পেশ করা হল।

যথা ঃ-

فَلَمَّا رَاىَ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ اِكْرَامًا لِلنَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَنَصَبَ لَهٗ كُرْسِيًّا مِنْ ذَهَبٍ وَخَدِيْجَةُ تَدْعُوْ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مُحَمَّدًا وَاَوْضَحْ حُجَّتَهٗ فَلَمَّا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْدِ وَالنُّوْرُ يَتَلَأْلَاهُ مِنْ وَجْهِهٖ سَكَتَ وَتَطَاوَلَتْ الْاَعْنَاقُ وَوَقَعَتِ الْهَيْبَةُ عَلَى النَّاسِ فَرَفَعَ حَبِيْبُ رَاسَهٗ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ الْاَنْبِيَّاءِ كُلَّهُمْ مَعْجِزَاتٌ اَنَّكَ مُعْجِزَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوة والسَّلَامُ مَاذَا تُرِيْدُ ؟ فَقَالَ حَبِيْب اُرِيْدُ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسَ وَيَخْرُجُ الْقَمَرَ وَيَنْزِلُ اِلَى الْاَرْضِ وَيَنْشَقُ نِصْفَيْنِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ اِزَارِكَ وَيَخْرُجُ نِصْفُهٗ مِنْ كَمِّ يَمِيْنِكَ وَنَصْفُهٗ مِنْ كَمِّ شَمَالِكَ ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ نُوْرَ رَاسِكَ

وَيَشْهَدُلَكَ بِالرِّسَالَةِ ثُمَّ يَعُوْدُ اِلَى السَّمَاءِ قَمَرًا مُنِيْرًا ثُمَّ يَغِيْبُ ، وَتَخْرُجُ الشَّمْسَ بَعْدُهٗ وَتَسِيْرُ اِلَى مَنْزِلِهَا كَاوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ اَتُؤْمِنُ بِىْ ؟

قَالَ نَعَمْ بِشَرْطٍ اَنْ تَخْبِرَنِىْ بِمَا فِىْ قَلْبِىْ -

অর্থ ঃ- যখন হবীব বিন মালেক ইয়ামানী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন পেলেন। সম্মানার্থে দাড়াঁলেন এবং সোনার কুর্সীতে সমাসিন করলেন। হযরত উম্মুল মোমেনীন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা দুআ প্রার্থনা করছিলেন। হে আল্লাহ ! হযরত মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য করুন এবং তার রেসালাতের দলীল প্রকাশ্য করেদিন। যখন হুযুর বসলেন এত সুন্দর লাগছিল যেন চেহরা মোবারক হতে নুর ঝরছে । হঠাৎ করে লোকজনের মধ্যে নিরবতা ভাব ধারণ করল। স্কন্ধ উচ্চ এবং সবায় হয়েছে ভয়াভীত।

হাবীবী ইয়ামানী মাথা তুলে বললেন। ইয়া মোহাম্মাদ (সাঃ) আপনি ভালভাবেই জানেন নিশ্চয় নবীগণের জন্য মোজেজা অত্যাবশ্যক । তাই আপনারও কি কোন মোজেজা আছে ? তদ্দুত্তরে হুযুর আলাইহিস সালাতো ওয়া সালাম বললেন আপনি কি চান ? হাবীব ইয়ামানী বললেন। আমি চাই এখন সুর্যস্ত হয়ে যায়। এবং চন্দ্র উদিত হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। অতপর দ্বিখন্ডীত হয়ে, অর্ধেক খন্ড আপনার ডান দিকে দিয়ে, আর অর্ধেক খন্ড আপনার বাম দিক দিয়ে বেরোয়। আবার আপনার মাথা উপর সংযুক্ত হয়ে পূণরায় আকাশে প্রত্যাবর্তন করে। তারপর সূর্য দেখা দিবে এবং গন্তব্য স্থানে যাবে। যেমন এর পূর্বে যাচ্ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক

করে সবই পরিদর্শন করালেন।

অর্থাৎ উদিত সূর্য অস্তমিত হয়, ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়। আবার সংযুক্ত হয়ে আকাশের দিকে প্রত্যবর্তন করে। পূণঃরয় অস্ত মিত সূর্য উদিত হয়। এবং রেসালাতের সাক্ষীও দেয়। আলহামদু লিল্লাহ । তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হাবীব ইয়ামানী আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যা আপানার হৃদয়ে আছে, সেটিও শুনেন। আপনার এক কন্যা আছে, অধমা-অক্ষমা তার হাত পা অবস অচল আপনি আপনার কন্যার সুস্থতা কামনা করছেন।

তবে শুনেন আপনার কন্যা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও সক্ষম ।এই সুসংবাদ পাওয়ার মাত্র, হাবীব ইয়ামানী উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে, কালেমা পাঠ করলেন।

"লা ইলাহা ইল্লল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"

ইসলাম গ্রহণ করার পর গৃহে পানে রাওয়ানা দিলেন। যখন বাড়ী পৌঁছালেন তখন রাত্রি ছিল। তিনি দরযায় আওয়াজ দিলেন। তখন দেখলেন কি ? - সুবহানাল্লাহ তার সেই অক্ষমা অপরারক কন্যা, যার উঠার বসার রক্ষমতা ছিলনা। সে আবার উঠে এসে দরজা খুলেছে। এবং পিতা কে দেখে পড়তে লেগেছে। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। হাবীব ইয়ামানী আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। হে আমার কন্যা তুমি এ কালেমা কোথায় থেকে শিখলে ? কন্যা বলল, আব্বা গতরাত্রে আমি এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় এক পবিত্র সত্তাকে পরিদর্শন করেছি। যিনি আমাকে বললেন , তোমার পিতা মক্কায় এসে কালেমা পড়ে, ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সেই কালেমা আমিও পড়েছি। নিন্দ্রা ভঙ্গ হওয়ার মাত্র দেখি কালেমা আমার মুখে জারি রয়েছে। আর আমিও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। এবার একটু চিন্তা করে বলুন।

নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাবীব ইয়ামানীর কন্যা সম্পর্কে কি করে জ্ঞাত অবহিত হলেন।

যাকে কোন দিন দেখেন নি। তার ব্যাপারে কিছু শুনেন নি অথচ নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবই বলেছিলেন - নিঃসন্দেহে "ইলমে গাইব" নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন। এটাই কুরআন ও হাদীস হতে বোঝতে পারা যায়।

ঃ দোওয়া ও পাওয়া ঃ

যুগেযুগে এই ধরার বুকে দ্বন্দাবিবাদ-কিৎনাকাসাদ অহর হয়েছে । জনমতভেদ ,হিংসা, বিদ্বেষ , কোন নতুন জিনিস নয়। আদিম যুগ হতে মানব জাতিকে করে এসেছে,বিচলিত বিভ্রান্ত -পদদলিত উত্তেজিত। অসংখ্য সমস্যা যথা নাড়া দিয়েছে এই পৃথিবীতে । সাথে সাথে নতি স্বীকারও করেছে । আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সমাধানের আগে। কারণ সত্য চীরতরে, অমর এবং অসত্য হয়েছে ধংশ ও বিধ্বস্ত । আল্লাহর অটুট সংবিধান আলকোরআন সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔

অর্থ ঃ- এবং বলুন সত্য এসেছে , মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে । নিশচয় মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই ছিল।

(সুরা-বানী ইস্রাইল-আয়াত ৪১পারা ১৫)

সেই সমস্যার সম্যাস্যা এখন দেখা দিয়েছে মসজিদে। সালাম ফেরাতেনা ফেরাতে বেরিয়ে পড়ে কিছু মোসাল্লিগন। দোওয়া প্রর্থনা মোটেই করেনা এদের মতে নামাযান্তে হস্তদয় উত্তলন করে, দোওয়া করা – নাকি বিদআত । অথচ সেহাসিত্তায় বহু জায়গায়, হস্ত দয় উত্তলনকরে দোওয়া প্রার্থনা করা হাদিস শরীফ থেকে প্রমানিত।আম্বিয়া ও মুর্সালীন –পীর বুযুর্গ ও আবেদীন। গরীব, ধনী, রাজা প্রজা , শিক্ষিত , অশিক্ষিত সকলই আল্লাহর বারগাহে দোওয়া প্রার্থনা করেছেন। উঠতে বসতে হাঁটতে খাটতে নামাজে ,সমাজে ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে কোন সময় দোওয়া করেছেন । আর নামায তো আল্লাহ তআলার বিশিষ্ট এবাদত। এ নমায সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর যিকির। এবং আল্লাহর যিকিরে আত্মাশান্তি পায় এবং রুহ তাজা হয় ।
যথা কোরআনের বানী ঃ-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ

অর্থ ঃ—ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি পায় । শুনে নাও ! আল্লাহর যিকিরেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

প্রশান্তি হৃদয় মনে ,তাজা রুহ সহ ।দোওয়া প্রার্থনা হলে ,নিশচয় দয়াময় আল্লাহ কবুল করবেন । তাই বুক ভরা আশা নিয়ে,অল্লাহর দরবারে হস্ত দ্বয় উত্তালন করেন , প্রত্যাসী বান্দাগন , বিশেষ করে নামাযান্তে ।এই আশা ও আকাঙ্খা পূন্য করার সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন ।দয়ালু আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । পবিএ কোরআন ঘোষনা করে ।
যথাঃ- তফসীরে কোরআনে ব্যাক্ষ্যা করা হয়েছে যে-

فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَانْصَبْ اِتْعَبْ اِلَى الدُّعَاءِ ـ

অর্থঃ— অতএব যখন আপন নামায হতে বিরতি হবে, তখন দোওয়া মেহনত করবে । (তফসীরে জালালাইন শরীফ -পৃষ্ঠা ৫০২)
খাযাইনুল ইরফানে আছে ।যেহেতু নামাযান্তে , দোওয়া কবুল হয়ে থাকে । রসুল (সাঃ) এর পবিএ হাদিস সমুহে তার জ্বলন্ত প্রমান , এরশাদ ও ইশারাসহ বিদ্যমান ।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা কি বলছেন দেখুন ঃ-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ
قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا
بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

অর্থ ঃ- এবং হে আমার প্রিয় নবী, যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আমি তো নিকটই আছি। দুআ প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বান কারীর যখন আমাকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করে, এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়। সুরা বাকারা আয়াত (১৮৬)
বিশ্ব জগতে যাহাকিছু আছে, জীব-জন্ত কীটপতঙ্গ ইত্যদী সকল বস্তুই, বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনা নিবেদন নিয়ে, আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করে। কররূনাময় মহাদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, প্রতিটি দুআ কবুল করেন। এবং তার দরবার প্রতিমুর্হুতে সদা সর্বদা খুলা থাকে ।তাঁর দরবার কোন সময়ের অপেক্ষায় বন্দ থাকেনা। এবং তার দরবারে দুআ কবুলের ক্ষেএে কোন সময় সীমাত্ত নেই। তবে হ্যাঁ। সাত্তমও সালাত হাম্দ- নাত, দরুদ কলেমার পর আল্লাহর সাদরে দুআ কবুলের বেশি আশা থাকে। এবং বিশেষ করে নামাযান্তে দুআ কবুল হয়। হাদীস সমুহে এটাই প্রমান পাওয়া যায়। যেহেতু নবীকরীম (সাঃ) নামায হতে সালাম ফেরার পর দুআ করতেন।

عَنْ مَالِكُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا
سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْئَلُوْهُ
بِظُهُوْرِهَا ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ ঃ- মালেক ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - যখন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। তখন তোমরা আপন আপন হাত তলা প্রকাশ করে প্রার্থনা করবে। হাতের পীঠ প্রকাশ করবে না। (আবু দাউদ ১ খন্ড পৃঃ ২০৪

উক্ত হাদীসেও হাত তুলে প্রার্থনা করার তরীকা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুবান মোবারক হতে পাওয়া যায়। আগে আরো দেখুন ঃ-

عَنْ اِبْنِ سَعْدٍ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَتَعَدَّوْنَ فِى الدُّعَاءِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ـ

ইবনে সাআদ হাতে বর্ণিত হে আমার ছেলে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি । শীঘ্রই এমনই এক সম্প্রদায় আসবে । যারা দুআ প্রার্থনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে। (অর্থাৎ দুআ নাই বলে গাফেল থাকবে) আমি উপদেশ করছি তুমি ঐ গাফেল সম্প্রদায় থেকে বঞ্চিত থাকবে। আবু দাউদ ১ খন্ড ২০৮

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যবাণী করে ছিলেন আজ এই যুগে অক্ষরে অক্ষরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সম্মানিত একজন মোহাদ্দীস শাস্ত্রবিশারদ শাইখ মহীউদ্দীন নব মুসলিম। ফিকাহ মোহাম্মাদীয়া ওয়াতারীকায়ে আহমাদীয়া নামক কিতাবে লিখেছেন।

اور بعد نماز فرض ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ ঃ- এবং ফরজ নামাযান্তে হস্তদয় উত্তোলন করে দুআ করুন (ফেকাহ মোহাম্মাদীয়া ১খন্ড পৃঃ ৩৮)

قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّعَا بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ـ

অর্থাৎ ঃ- সুন্নাৎ নামাযান্তে দুআ করা হতে ফরজ নামাযান্তে দুআ করা উতিউত্তম। যেমন ফরজের গুরুত্ব সুন্নাৎ অপেক্ষা অধিক। ফাতহুলবারী (১১ খন্ড পৃঃ ১৬০)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّهٗ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّىْ ثُمَّ دَعَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰةِ وَالْاَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ دَّعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى ـ

অর্থাৎ ঃ- আনাস থেকে বর্নিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিলেন। এক জন মোসাল্লী নামায আদায় করে দুআ করলেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলোকা বেআন্না লাকালহামদু লাইলাহা ইল্লা আন্তাল মান্নানো বাদিউসসামা ওয়াল আরদি ইয়া যালজালালে ওয়াল ইকরাম।ইয়া হাইয়ুল ইয়াক্বায়েমুন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। এমনই সম্মানিত

নাম নিয়ে দুআ করা যায় তাহলে, নিশচয় আল্লাহ্ দুআ কবুল করবে। আর যদি সে নাম নিয়ে সাওয়াল করা যায়, তাহলে পাওয়া যাবে। (আবু দাউদ ১ খন্ড পৃঃ ২১০)

বোখারী শরীফে নামাযান্তে দোওয়া প্রর্থনার একটা অধ্যায় নির্ধারিত করেছেন ইমাম মোহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বোখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহে। যথা ঃ-

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ -

অর্থ ঃ- নামাযান্তে দোওয়া প্রর্থনার অধ্যায়।

(বোখারী/ ১খন্ড/পৃষ্ঠ ৯৩৭)

উক্ত অধ্যায়ে ১নং টিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ ফরজ নামাযান্তে।তৎসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নামায প্রান্তের পূর্বে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সাহাবা বর্গের সম্মুখীন হতেন। অনুরুপ নামাযান্তে ও তাদের সম্মুখীন হয়ে দোওয়া প্রার্থনা করতেন। কাতার সোজা করার জন্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা মন্ডলির সম্মুখীন হতেন। কোন নামাযে ? ফরযে না সুন্নাতে ? মোহাদ্দেসীন মুজতাহেদীন এবং উলামা সম্প্রদায় বেশ ভাল ভাবেই জ্ঞাত যে, ফরয নামাযে কাতার সোজা করার জন্য সম্মুখীন হতেন। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে ,ফরয নামাযান্তে দোওয়া প্রার্থনা করতেন নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সম্মুখীন,হয়ে যে ভাবে কোন সমায়ে দোওরা প্রর্থনা করেছেন সেই ভাবে সারা জগতের মোসলমান , পাঞ্জেগানা, নামাযান্তে হস্ত দ্বয় উত্তলন করে,দোওয়া পার্থনা করেন। তার পাকা সবুত শাহী হাদীসে বিরাজ মান। তথা শাহী হাদীস সোনান আবুদাউদ শরীফে।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এরশাদ করেছেন ঃ-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَاسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

অর্থঃ- হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায হতে , সালাম ফেরাতেন ।দোওয়া বলতেন আল্লাহুম্মা আন্তাসসালাম ওয়া মিনকাস্সালাম তাবারাকতা ইয়া জালজালালে ওয়াল ইকরাম।

(আবুদাউদ শরীফ /১ম খন্ড/ পৃষ্ঠ ২১৩) হস্ত দয় উত্তলন করে , রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোওয়া প্রর্থনা করেছেন । এবং নামাযান্তে করেছেন । আরও প্রমান শহী হাদীসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ।

যথা- বোখারী শরীফে রয়েছে ঃ-

قَالَ يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ اَعْرَابِىٌّ مِنْ اَهْلِ الْبَدْوِ اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ- هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ اَيْدِيْهِمْ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو -

অর্থঃ- ইয়াহয়া বিন সাঈদ বলেন । আমি আনাস বিন মালেকের নিকট শুনেছি । তিনি বলেন পল্লি গ্রাম থেকে একজন ব্যাক্তি , রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুক্রবারের দিন আগমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করলেন । অতঃপর ফরিয়াদ জানালেন । ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! মানব দানব - জীব জুন্তু , ছেলে মেয়ে ; বিনাশ হয়ে যায়। জনৈক ব্যাক্তির অনুরোধে , স্বীয় হাস্তদ্বয় উত্তলন করে দোওয়া প্রার্থনা করলেন , রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎসহ মোসল্লীগণও দোওয়া হাত তুললেন ।

(বোখারী/ ১খন্ড/পৃষ্ঠ ১৪০) হাদিস শরীফে শুক্রবারের দিন উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য হাদিসে শুক্রবারে, মসজিদের ভিতরে, মেম্বারোপরে লিখিত রয়েছে । ইস্তিস্কা নামায হোক অথবা জুমা নামায , নামাযান্তে হস্তদ্বয় তুলে , দোওয়া প্রার্থনা করেছেন কি না ? সেটাই হল মূল লক্ষ কার্য বক্ষ ।

عَنْ اَنَسْ بِنْ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَئٍ مِنْ دُعَائِهِ اِلَّا فِىْ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ اِنَّهُ يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ -

অর্থ ঃ- আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত , তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত উচুঁ হস্তদ্বয় কোনো দোওয়ায় উত্তালন করতেন না । যতটা উচু ইস্তিস্কার নামাযে উত্তোলন করতেন , এত উর্দ্ধ যে বগলের সপেদী দেখা যেত ।

(বোখারী/ ১খন্ড/পৃষ্ঠ ১৪০)

উপর উল্লেখিত হাদিস থেকে প্রমান হল যে রসুল (সাঃ) নামাযান্তে দোওয়া করতেন ।ইস্তিস্কা ব্যাতিত , অন্যান্য নামাযে কাঁধ পর্যন্ত হস্ত দ্বয় উত্তলন করতেন। তবে এত উচুঁ নয় । যতটা উচুঁ ইস্তিস্কা নামাযে করতেন ।এর ও প্রকাশ্য দলীল , হাদিস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ । ফরয, সুন্নাত এবং নফল নামাযান্তে দোওয়া প্রার্থনা হাদিস ও ফেক্বাহ

সম্মত । কিন্তু কিছু মাওলানা হাদীস বিষারদ হওয়ার জন্য দোওয়া প্রার্থনাকে "বিদআত" বলে থাকে । তারাই এখন উপরোক্ত হাদিস থেকে খেয়াল খুশি অর্থ গড়ে ।এবং উক্ত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে , নামাযান্তে দোওয়া প্রার্থনাকে ,"বিদআত নাজায়েয বলে" ।ঘোষণা করে তাদের ধারনা মোতাবিক , যে অর্থ তারা আপন স্বার্থসিদ্ধিহেতু পেশকরেছে ।পাঠক বৃন্দগনের কাছে তুলে ধরলাম যথাঃ-নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দোওয়া হস্তদ্বয় উত্তলন করতেন না ইস্তিস্কা ছাড়া। এই হল তাদের অনুবাদ মতবাদ ও অপবাদ। এ অনুবাদ মতে যদি আমল করা যায় তাহলে কত শত হাদিস ও ফেক্বাহ এবং তফসিরের অস্বিকারও অমান্য করা হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই । শাব্দিক অর্থের খাম খেয়ালে পড়ে ।যারা আপনজন আত্নীয়স্বজন কে বিসর্জন করতে পারে । তারা আবার নামাযিদের হিতাকাঙ্খী হবে কি করে? আদী হতে পারেনা ।মুসলিম সুশৃঙ্খলা সমাজে বিসৃঙ্খলার ঝড়,তুফান আনার ঠিকেদার হল এরাই ।তবে আসল নকলের চিহ্ন অবশ্যই আছে ।যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আসল বস্তুর পরিচয় পাবে না ।ততক্ষণপর্যন্ত বিভ্রান্তী জালের ফাঁদহতেবেরোতে ও পারে না। আসুন ঃ- প্রকৃত পক্ষে কোন,অর্থও ব্যাখ্যাটা স্বঠিক তার চুলচিরা ফয়সালা করে দিয়েছেন। হাদিস শাস্এবিদ আল্লামা ইমাম নবভী রহমাতুল্লাহে আলাইহে যাহা বোখারী শরীফেই পূর্ববর্ণিত হাদিসের টিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। যথা ঃ-

قَوْلَه ـ لَا يَرْفَعُ قَالَ النَّوَوِىْ رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُهُ يُوْهُمُ اَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اِلَّا فِىْ الْاَسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الْاَمْرُ كَذَالِكَ بَلْ قَدْ ثَبَتَ يَدَيْهِ فِىْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الـدُّعَا فِىْ مَوَاطِنِ غَيْرَ الْاِسْتِسْقَاءِ وَهِىَ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ
تَحْصِىْ فَيَتَنَاوَلُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَلٰى اَنَّهٗ لَمْ يَرْفَعْ
الرَّفِيْعِ الْبَلِيْغِ بِحَيْثُ يُرَاى بِيَاضُ اِبْطِيْهِ -

অর্থঃ- এই হাদিসে অবধারণা হয়ে থাকে যে ,নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিস্কা ব্যাতিত অন্যএে হস্তদ্বয় উত্তলন করে দোওয়া করতেন না "এমন কোন প্রমান নাই" ইস্তিস্কা ব্যাতিত বহু জায়গায় হস্তদ্বয় উত্তলন করেছেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সুতুরাং তার উপযুক্ত গ্রহণযোগ্য প্রমান ও রয়েছে উজ্বলিত। ইস্তিস্ক ছাড়া দুআ সবুত বহু জায়গায় অধিক সংখ্যায় রয়েছে। খোলাসা কথা হল এই যে অন্যান্য দুআর এই উচুঁ হাত উত্তোলন করতেন না । যাহাতে বগলের সপেদী দেখা যাবে । অতিরিক্ত উচুঁ করা শুধু মাএ ইস্তিস্কার জন্য। আর অন্যান্য দুআর আদব হল কাঁধ পর্যন্ত বা বুক পর্যন্ত হস্তদয় উত্তোলন করা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল হতে এটাই প্রমানিত পরিচালিত । (বোখারী/ ১খন্ড/পৃষ্ঠ ১৪০)
ইমাম নববীর শারাহ থেকে সুস্পষ্ট প্রমান তো হলই। এখন উদাহারণ স্বরুপ এক খানা হাদিস তুলে ধরছি।

عَنْ السَّائِبِ بِنْ يَزِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ
وَمَسَعَ وَجْهَهٗ بِيَدَيْهِ -

অর্থঃ- হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ হতে বর্ণিত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ প্রার্থনা করার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন

করতেন ।এবংস্বীয় মুখমন্ডলে হস্তদ্বয়বুলাতেন।
(আবুদাউদ শরীফ / ১ম খন্ড / পৃষ্টা ২০৯)
প্রমান পাওয়া গেল ইস্তিস্কার নাম পর্যন্ত পাওয়া গেলনা। সে হেতু বলা হয়েছে, যে কোন দুআয় অনির্দিষ্ট ভাবে মুতলক বলা হয়েছে । আর মুতলকে সম্পূর্ণ দাখেল হয়ে যায় । তা হলে আরতো কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকাই উচিত । যে ইস্তিস্কাছাড়া কোনো দুআয় নেই ।

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْمَسْئَالَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَمَنْكِبَيْكَ او نحوِ هُمَا -

অর্থঃ- ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন দোওয়া প্রার্থনার আদব হল কাঁধ পর্যন্ত হস্তদ্বয় উত্তোলন করা অথবা তদ্রূপকরা।
(আবুদাউদ শরীফ-১ম খন্ড পৃষ্টা ২০৯)
ইস্তিস্কারই এক দোওয়া , যাতে বগলের সপেদী দেখা গিয়ে ছিল । বাকি সব দোওয়ার আদব ও নিয়ম হল হস্তদ্বয় উত্তোলন করা কাঁধ পর্যন্ত ।

سَأَلَ قَتَادَةَ اَنَساً اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ اَكْثَرُ قَالَ
كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٌ يَدْعُوْ بِهَا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدنيا حَسَنَةً وَّفِىْ
الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অর্থঃ- হযরত কাতাদা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহো আনহুমকে জিজ্ঞাসা করলেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দোওয়া অধিকতর করতেন। তদুত্তরে বললেন অধিকতর এই দোওয়া করতেন।আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাউ ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাহ ওয়াক্বেনা আযাবান নার ।
(আবুদাউদ শরীফ-১ম খন্ড -পৃষ্টা ২১৩) পূর্ববর্ণিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস সমুহেরমত আরও বহু হাদিস রয়েছে লিখিত। বিশ্বাসী প্রত্যাসী বান্দার জন্য একটাই হাদিস যথেষ্ট। আর এতদাসত্বে ও যদি দোওয়া প্রার্থনা অস্বীকার করে তাহলে অ-বুঝকে বোঝাতে কে পারে ? হে আল্লাহ আমাদেরকে সহোজাপথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং অবিশ্বাসীদের কে হেদোয়েত প্রদান করুন।

দুআর ফযিলাত

عَنْ نُعُمَا نِ بِنْ بشيرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادة ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

অর্থ ঃ- নুমান বিন বশির হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন দোওয়া প্রার্থনা এবাদত। সমর্থনে আয়াত পাঠ করলেন । (পাঠ্য আয়াতের অর্থ) তোমাদের প্রতিপালক বললেন আমার নিকট দোওয়া প্রার্থনা কর। তোমাদের দোওয়া কবুল করব ।

(মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠ- ১৯৪)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِسْتَحِبَّ الجَوامِعَ مَنَ الدُّعَا وَيَدَعُ مَاسَوَى ذٰلِكَ ☆

হযরত আয়েশা রাদি য়াল্লাহ আনহা থেকে বর্নিত তিনি বলেন। রাসুলুল্লা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌথ জামে দুআ পছন্দ করতেন। (আবু দাউদ ১খন্ড পৃঃ ২০৮)
উক্ত হাদীসের টিকা নং চারে ব্যখ্যা করা হয়েছে।

يَسْتَحِبُّ الجَوامِعَ مَنْ الدُّعَا اىْ الجَامعَةِ لِخَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَقِيْلَ هِىَ مَاكَانَ لَغْظُهٗ قِلَيْلًا وَمَعْنَاهٗ كَثِيْرًا كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ☆ وَمِثْلِ الدُّعَا بِالْعَافِعَةِ فِىْ الدُّنُيَا وَالْاَخِرَةِ بِاَنْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِىّ اَسْئَلُكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنُيَا وَالْاٰخِرَةِ وَكَذَا اَللّٰهُمَّ اِنِىّ اَسْئَلُكَ اَلهدى وَالتَّقى وَالْعَفَافَ وَنَحُوُ سَوَالَ الفَلَاح وَالنحاح -

অর্থাৎ ঃ- যৌথ জামে দুআ পছন্দ করতেন। এহকাল ও পরকালের কল্যান ভান্ডার। এবং এটাই বলা হয়েছে যে, যার বাক্য অল্প অর্থ বেশি। যেমন আল্লাহ তাআলার কালাম। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাহ।ওয়াফিল আখিরাতে হাসানা ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা পওয়ার দুআ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে। এবং এদুআ ও বলতে পারা যায়।
আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলোকাল হুদা ওয়াত্তোক্বা এধরনের আরো কল্যান ও পরিত্রানের ক্ষেত্রে দুআ প্রার্থনা করা যায়। -ঃ আয়াতুলকুর্সী ঃ- উচ্চারন ঃ- আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম।
লাতা খুজুহু সেনাতুউ ওয়ালা নাওম- লাহু মাফিসসামাওয়াতে ওয়ামাফিল আরদে- মান যাল্লাজি ইয়াসফাউ ইন্দাহু ইল্লাবেইযনেহি ইয়ালামো মাবাইনা আইদি হিম ওয়ামাখালফাহুম- ওয়ালা ইয়াহিতুনা বেশাইয়িম মিনইলমেহি ইল্লাবেমা শাআ- ওয়াসেয়া কুরসিয়ো হুসসামাওয়াতে ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযোহোমা ওয়াহুওয়াল আলিউল আযীম। ফরয নামায পর উক্ত আয়াতুলকুর্সী পড়বে। কেননা হাদীস শরীফে বর্নিত হয়েছে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের শেষে আয়াতুল কুর্সী পড়বে। তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার কোন বাধা নেই (নাসায়ী শারীফ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ ঃ- আবু হুরাইরা থেকে বর্নিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন। আমি তোমাদেরকে এমনই একটি কথা বলেছিবনা ?
যার প্রতি আমল করলে।তোমাদের মধ্যে মোহাব্বাত, বৃদ্ধি পাবে। নিজেদের মধ্যে সালামের রিওয়াজ কর।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ -

অর্থঃ- দোওয়া হল এবাদতের মগজ।

(মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠ- ১৯৪)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَا رواه الترمزى وابن ماجه وقال الترمزى حزاحديث غريب -

হযরত আবুহুরাইরা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন আল্লাহর নিকট দোওয়া হতে উত্তম আরকিছু নাই।ইমাম তির্মিযী এবং ইবনে মাজা ও বর্ণনা দিয়েছেন ইমাম তির্মিযী বলেনএহাদিসটি হল হাসান ও গারিব। (মিশক্রাত শরীফ পৃষ্ঠ - ১৯৪)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ لَاتُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْاِمَامُ الْعَدْلُ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهُمَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرب وعن نى ------

হযরত আবুহুরাইরা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন তিনজন ব্যাক্তির দুআ কবুল হয়ে থাকে, রোজাদার যখন ইফতারী করে,এবং আদেল ইমাম ও উৎপিড়িত ব্যাক্তির দোওয়া আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যদা বুলন্দ করেন। এবং আকাশের দরজা খুলেদেন।

অতঃপর আল্লাহতাআলাবলেন,আমার ইয্যতের শপথ, অতি

অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। যদি ও একটু বিলম্বে। ঐ আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন তিনটি দুআয়া গ্রহণযোগ্য যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই।(১) বাবার দোওয়া (২) মোসাফেরের দোওয়া (৩) উৎপিড়িত ব্যক্তির দোওয়া।

(মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠ- ১৯৫)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّهُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يستجى مِنْ عَبْدِهِ اذا رَفَعَ يَدَيْهِ ان يَرُدَّ هَا صِغْرًا -

অর্থঃ- হযরত সলমান হতে বর্ণিত,তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন নিশচয়তোমাদের প্রতিপালক জীবিত ও দাতা।যখন বান্দা হস্তদয় তুলে দোওয়া প্রার্থনা করে । তখন সে আপণ বান্দাকে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাপান।

(মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠ- ১৯৪)

দোওয়া প্রার্থনার কোন সময় সীমা নির্ধারিত নাই। যখন বান্দা চাইবে,যত বেশি চইবে তার চইতেও বেশি পাবে। যেহেতু দাতা সয়ং আল্লাহ। আর ভিকারী আশরাফুল মাখলুক্বাত প্রিয় বান্দা।তাই বেশি বেশি চাহা উচিত হে দয়ালু আল্লাহ মোদের জানে মালে ইমানে আমলে সালামতী প্রদান করুন ।

আমীন

pdf By Syed Mostafa Sakib